বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০১৯

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

অমরকানন, বাঁকুড়া

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায়, তাই বাঁকুড়া জেলার আরেক নাম –'মায়ের দেশ'। মায়ের দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ, তিনিও ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত এ দেশজননীর চরণে উৎসর্গিত প্রাণ।

-বনফুল (সাহিত্যিক)

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০১৯

অমরকানন ★ বাঁকুড়া

সাম্প্রতিক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বি ধ্ব স্ত উপকূলবর্তী এলাকাবাসীদের জানাই সমবেদনা ও সর্বদা পাশে থাকার অঙ্গীকার

Members of the Governing body

1. Shri Hridaymadhab Dubey	President
2. Dr. Tushar Kanti Halder	Principal/Secretary
3. Dr. Rajeev Kr. Jha	Govt. Nominee
4. Prof. Prokash Kanti Nayek	Govt. Nominee
5. Dr. Arunava Chattopadhyay	Nominee of W.B.S.C.H.E.
6. Dr. Shaikh Sirajuddin	BankuraUniversity Nominee
7. Dr. Suchitra Mitra	BankuraUniversity Nominee
8. Prof. Biswajit Kundu	Teachers' Representative
9. Prof. Parimal Saren	Teachers' Representative
10. Dr. Sathi Mukherjee	Teachers' Representative
11. Shri Somenath Nayak	Non Teaching Staff Representative

Teaching Staff

Principal	: Prof. Dr. Tushar Kanti Haldar. *M.A., Ph.D.*
Bengali Dept.	: Prof. Dr. Tushar Kanti Haldar (Lien) : Prof Biswajit Kundu, *M.A.* : Prof Debanjana Karmakar (Guest Lect.) , *M.A.*
English Dept.	: Prof. Parimal Saren, M.A. (H.O.D.) : Prof. Sweety Roy (Rajguru), M.A. : Prof. Sarbani Bera , M.A. : Prof. Satabdi Roy (Guest Lect.), M.A. : Prof. Biswajit Mallik (Guest Lect.), M.A. : Prof. Medha Misra (Guest Lect.), M.A.
History Dept. :	: Prof. Runu Ghosh, *M.A. (H.O.D.)* : Dr. Sumit Kumar Mondal, *M.A.,M.Phil., Ph.D.* : Prof. Bibekananda Sinha, *M.A.*, : Prof. Tapan Kr. Pandit, *M.A.*
Philosophy Dept.	: Prof. Amit Koley. *M.A., M. Phil., (H.O.D.)* : Prof. Gargi Banerjee (Guest Lect.) *M.A.*
Mathematics Dept.	: Prof. Dr. Sathi Mukherjee, M.Sc. Ph .D. *(H.O.D.)*
Geography Dept.	: Prof. Pavel Sarkar, (Guest Lect.), *M.A.* : Prof. Moumita Garai, (Guest Lect.), *M.A.* : Prof. Sumit Sen Modak, (Guest Lect.), *M.A.*
Sanskrit Dept.	: Prof. Sourav Dey (Guest Lect.) *M.A.* : Prof. Chandan Pai (Guest Lect.), *M.A.* : Prof. Suprava Dey Kundu (Guest Lect.), *M.A.*
Pol. Science Dept.	: Prof. Mahuya Roy Karmakar , *M.A. (H.O.D.)* : Prof. Abbasuddin Mondal (Guest Lect.), *M.A.*
Physical Education Dept.	: Prof. Arghya Nayak (Guest Lect.), *M.A.* : ~~Prof. Seuli Nandi (Guest Lect.), *M.A*~~
Education Dept.	: Prof. Sanatan Sahu (Guest Lect.), *M.A.* : Prof. Bristi Mondal (Guest Lect.), *M.A*
Economics Dept.	: Vacant

Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay
Vice Chancellor
BANKURA UNIVERSITY
MAIN CAMPUS, BANKURA BLOCK
P.O. PURANDARPUR, DIST. BANKURA
Pin - 722 155, WEST BENGAL, INDIA
E-mail : vcbkru@gmail.com
Website : www.bankurauniv.ac.in

01/BKU/148/2019

15.11.2019

MESSAGE

I have come to know that Gobinda Prasad Mahavidyalay is going to publish its college magazine which will be a platform for the critical and creative expression of the teachers and students of the college.

I do welcome this splendid initiative. I believe that the college magazine will work as a forum for the exchange of brilliant ideas.

I wish the magazine all success.

(Deb Narayan Bandyopadhyay)

PROF. DEB NARAYAN BANDYOPADHYAY
Vice Chancellor
BANKURA UNIVERSITY

Office Staff

1. Head Clerk	:	Sri Bhabani Sankar Nayak (Additional charge of Accountant) *B.Com. (Hons.)*
2. Accountant	:	Vacant
3. Cashier	:	Sri Somenath Nayak *B.Com., M. Music*
4. Clerk	:	Vacant
5. Office-bearer	:	Sri Susanta Kanta. Sinha, *B.A.*
6. Office-bearer	:	Smt. Shefali Gorai
7. Sweeper	:	Sri Paritosh Bouri
8. Night Watchman	:	Vacant
9. Darwan	:	Vacant
10. Library Clerk	:	Vacant
11. Sri Subhankar Sen	:	Computer Operator (Casual), *B.Sc.*
12. Lakshmi Kanta Sinha	:	(Casual), *B.A.*

- **প্রকাশক**– অধ্যক্ষ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়
- **প্রকাশ কাল**– শুক্রবার, ২২শে নভেম্বর ২০১৯ (৫ই অগ্রহায়ন, ১৪২৬)
- **পত্রিকা শিক্ষক সম্পাদক**– অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
- **পত্রিকা শিক্ষক সহ-সম্পাদক** –অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ

পত্রিকা উপসমিতি ঃ

১। ড· তুষারকান্তি হালদার
২। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
৩। অধ্যাপক পরিমল সরেন
৪। অধ্যাপিকা ড· সাথী মুখার্জী
৫। অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ
৬। শ্রী সুশান্ত কান্ত সিন্‌হা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যক্ষের প্রতিবেদন		৯
From the Desk of Coordinator, IQAC		১০
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		১১
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়	শ্রী হৃদয়মাধব দুবে *সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি*	১২

❐ প্রবন্ধ

মহাকবি ও বিশ্বকবি	ড. সুমিত কুমার মণ্ডল	১৪
জগৎ ও জীবনের প্রেক্ষিতে দর্শন প্রসঙ্গ	অধ্যাপক অমিত কোলে	১৬
বহুমুখী প্রতিভার কবি রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক তপনকুমার পণ্ডিত	১৮
শিশু শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার মাধ্যম	অধ্যাপক অর্ঘ্য নায়ক	৩৫
মাতৃভাষায় ভূগোল চর্চার গুরুত্ব	অধ্যাপক সুমিত সেনমোদক	৩৭
মানব জীবনে শারীরশিক্ষা	অধ্যাপিকা শিউলী নন্দী	৩৯
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের গল্প	অধ্যাপিকা মৌমিতা গরাই	৪১
শিক্ষা আসলে কী ?	অধ্যাপিকা বৃষ্টি মণ্ডল	৪৩

❐ Essay

Feminism in Indian context	Prof.Sweety Roy (Rajguru)	27
Human Rights Education: A Road to Social Wellbeing	Dr. Mahuya Roy Karmakar	29
The importance of introducing performing arts in our education system	Dr. Sathi Mukherjee	31

সূচিপত্র-২

❒ কবিতা

"ক্যানভাস"	অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ	২১
শেষ কথা	অধ্যাপিকা গার্গী ব্যানার্জী	২১
স্বামীজির প্রতি	বিধান ঘোষ	২২
আলোর সন্ধানে	সনাতন সাহু	২২
শকুন্তলা	সুপ্রভা দে	২৩
একাকী	সত্যজিৎ নিয়োগী	২৩
মনের আশা	মনীষা প্রামাণিক	২৪
আগমনী	সঞ্জীব সেন	২৪
মন্দাক্রান্তা অর্থনীতি	শ্রী ভবানী শঙ্কর নায়ক	২৫
আমার প্রিয় শিক্ষক	রোহিত দাস	২৬
হারিয়ে গেছে দিন	অক্ষয় ঘোষ	২৬
আমার ভাই	পায়েল মণ্ডল	৪০
আলুর কাহিনী	সোমনাথ মাজী	৪০
মায়ের প্রতি	অনন্ত ঘোষ	৪৪
শহীদ	সঞ্জয় মণ্ডল	৪৪

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

"কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে.... ।"

কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে চায়, প্রস্ফুটনেই তার সার্থকতা। গন্ধে, সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে মানুষকে। তেমনই কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের জ্ঞান,মেধা, মননকে তুলে ধরতে চায় তাদের কলমের আঁচড়ে। তাদের সেই ভীরু অথচ দীপ্ত ও দৃঢ় বজ্র নির্ঘোষকে বুকে স্থান দেয় দেওয়াল পত্রিকা কখনও বা বার্ষিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়। অন্যান্য বছরের মতো সেই সম্ভাবনাময় কুঁড়িগুলি এবারও প্রস্ফুটিত হয়েছে বলাকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। আমার ধারনা ভবিষ্যতে এদের মধ্যেই কেউ কেউ ফুলে, ফলে, গন্ধে সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেবে সাহিত্যের অঙ্গনকে। সাহিত্য চর্চার ধারায় এদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়ে উঠবে সাহিত্যের 'বিশেষ' কেউ।

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয় আজ যৌবনের উপবনে নিজের স্থানটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে স্বকীয় প্রচেষ্টায়। তবে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তার চলার পথ সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ হয়েছে এমন নয়। অনেক বন্ধুরতাকে অতিক্রম করে সে আজ অমৃত পথের যাত্রী। লক্ষ্য তার স্থির-পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মানচিত্রে সে তার নিজের স্থানটিকে নির্দিষ্ট করে নিতে বদ্ধ পরিকর। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক ও সর্বাঙ্গীন সহায়তা, এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের বদান্যতায় গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের শুধু কলেবর বৃদ্ধি হয় নি; গুণগত উৎকর্ষেও সে আজ মহীরুহে পরিণত। আগামীতে আরও বৃহৎ ও মহতের জগতে নিজেকে তুলে ধরতে অঙ্গীকার বদ্ধ। পঠন পাঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক দাবী দাওয়া গুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা, যৎসামান্য শিক্ষাকর্মী নিয়েও দৈনন্দিন কাজকর্ম সঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রযুক্তিগুণে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামকে উজ্জ্বল করে তোলা, মক্ পালামেন্ট, বিজ্ঞানমেলায় অংশ নিয়ে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করা, NAACএর স্বীকৃতি ও অনুদানপ্রাপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি –প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কলেজটি নিরন্তর নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। অধ্যক্ষ হিসাবে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে যেমন গর্বিত বোধ করছি; তেমনি আশা করছি কলেজের যে ছোট ছোট সমস্যাগুলি রয়েছে (যেমন জমি সংক্রান্ত সমস্যা, খেলার মাঠ সংক্রান্ত সমস্যা) তারও সমাধান হবে আগামীতে।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য বেশ আশাব্যঞ্জক। আগামীতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন আরও ভালো ফল করবে আশা করছি তেমনি ভবিষ্যতেও স্ব স্ব ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা' আয়তনে সামান্য হলেও ভবিষ্যতে গুণমানে সে অসামান্য হয়ে উঠতে চায়। যাদের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'বলাকা' প্রকাশিত হল সংশ্লিষ্ট সেই সব ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা,শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা ও সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ী ও এলাকাবাসীকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. তুষার কান্তি হালদার
অধ্যক্ষ, গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

From the Desk of Coordinator, IQAC

The secret of life in not enjoyment but education through experience

--Vivekananda.

Education awakens the power and beauty that lie within us. Education does not mean academic excellence. Rather it is the combination of hand (skills like various art), head (intellectual power) and heart (value system). In the present era of digitalized world, it is the biggest challenge before us to nurture the young minds with the indelible impressions of a holistic education. Therefore we come up with a vision to foster different facets of a student in order to see him/her as not only an excellent academician, but also a responsible citizen of this society.

Though our college is situated in a remote edge of the district, yet we try to provide them(students) the best facilities as much as possible. NAAC had already accredited the college with B^+ grade . The college is well equipped with almost all modern facilities such as Smart class room, Digital Library, Language lab, Online Process, Automatic SMS Alert System, Solar Energy and many more. Construction and reformation works of the college are also going on under RUSA2.0 Scheme. We are determined enough to see our college among one of the best college in the District.

Thanks

Prof. Parimal Saren

❋ পত্রিকা সম্পাদকের কলমে–

একটি সঙ্ঘ কিংবা প্রতিষ্ঠান বাঁচে না শতাব্দীকাল
একটি কোকিলে আসে না বসন্ত ॥
তবু দিগন্তে
'বলাকা'র সারি
বেঁচে থাকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
লেখার দায়ভার শুধুই লেখকের –

বিনীত
পত্রিকা [অধ্যাপক] সম্পাদক
শ্রী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
বাংলা বিভাগ

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

শ্রী হৃদয়মাধব দুবে
সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি

যে মহাপুরুষের নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয় সেই মহান পুরুষ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সোনার ফসল। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল আত্মার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ। উপায় ত্যাগ এবং সেবা। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সোনার চামচ মুখে নিয়ে ধনীর গৃহে জন্ম। তাঁর জন্মস্থান কনেমারার নাম আজ তাঁরই নামানুসারে নাম হয়েছে গোবিন্দধাম।

গোবিন্দপ্রসাদ শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাধন্য। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় সৃষ্ট, পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত।

ভাল ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। বাঁকুড়া হিন্দুস্কুলে পড়ার সময় তাঁর শিক্ষকদের প্রত্যাশা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি এক থেকে দশের মধ্যে থাকবেন। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়নি। তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং অবিভক্ত বাংলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় 'জয়মঙ্গল' বৃত্তি পান। বর্ধমান বিভাগের মধ্যে সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় পান 'মাক্সমুলার পদক' এছাড়াও পেলেন 'ঈশান বৃত্তি ' এবং 'উডবার্ন পদক। সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব থাকলেও তিনি শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন এবং গঙ্গাজলঘাটী এম.ই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র এলাকায় 'মাস্টার মশাই' নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

তাঁকে বাঁকুড়ার গান্ধী বলা হত। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা লাভের পর এম. এল.এ এবং মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। মানুষের সেবার জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সমগ্রজীবনটি ত্যাগ এবং সেবায় মোড়া। বাঁকুড়া রামকৃষ্ণমঠের পরমপূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ মহেশ্বরানন্দজী বলতেন আমরা গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী আর গোবিন্দপ্রসাদ গেরুয়া না পরেও আমাদের থেকে অনেক বড়ো সন্ন্যাসী। ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। আমি মহাভাগ্যবান তাঁরই নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে সভাপতি। গোবিন্দপ্রসাদের জীবনের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গটি আমরা সরিয়ে রেখেছি।

গোবিন্দপ্রসাদের জীবনের আর একটি মূল ব্রত ছিল শিক্ষার বিস্তার। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এই এলাকায় শিক্ষার বিস্তার। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকাগুলিতে। তারই ফল অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয় (এইচ. এস.) এবং আদিবাসী অধ্যুষিত উখড়াডিহিতে তাঁরই নামাঙ্কিত উচ্চ বিদ্যালয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই অঞ্চলে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় গোবিন্দপ্রসাদের স্বপ্ন সম্ভব।

এই মহাবিদ্যালয়ের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় ষাটের দশকের একেবারে প্রথম দিকে। গোবিন্দপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত অমরকানন রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রমের মাননীয় সম্পাদক শিশুরাম মণ্ডল,

এম এল এ মহাশয়কে সম্পাদক এবং মাননীয় রামলোচন মুখোপাধ্যায়, এম এল এ মহাশয়কে সহসম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি মহাবিদ্যালয়ের জমি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভৈরবপুর এবং গোড়ামারা গ্রামের ভূম্যধিকারীদের নিকট আবেদন রাখেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ভূম্যধিকারীগণ তাঁদের জমি 'অমরকানন সেবাদলের' নামে দলিল করে দেন। গ্রামে গ্রামে অর্থ সংগ্রহও শুরু হয়ে যায়। পঁচিশ হাজার টাকার বেশি কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়। মহাবিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণের আগের পর্ব হিসাবে অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে প্রি-ইউনিভারসিটি ক্লাস শুরু হয়। স্থির হয় মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়। সেই অনুসারে মার্বেল পাথরের উপর ভিত্তি ফলকও লিখিত হয়। ছেষট্টি সালের মাঝের দিকে আনুমানিক দিনও স্থির হয়ে যায় তার পর কোনও এক অজ্ঞাতকারণে এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়।

সাতষট্টি এবং উনষাট সালগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মহাবিদ্যালয় নিয়ে নড়াচড়া খুব একটা হয়নি।

বাহাত্তর সালে মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ের কংগ্রেসী সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। নূতন মহাবিদ্যালয় খুব একটা অনুমোদন পায়নি। এই সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অমরকাননে এলে তাঁকে মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদনের ব্যাপারে অনুরোধ করা হলে তিনি সবিনয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান।

এর পর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় নিয়ে নতুন করে উদ্যোগ শুরু হয়। বিশেষ করে বড়জোড়া বিধান সভার মাননীয় এম এল এ অশ্বিনী রাজ মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেন। নূতন কমিটি গঠিত হয়। পুরানো কমিটি তাদের হাতে সমস্ত কিছু তুলে দেন।

অবশেষে গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় অনুমোদন পায়। অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক মাননীয় শ্রীরসিক মাজি মহাশয় এম এস সি, বি টি কে অধ্যক্ষ করে অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে সকালের দিকে মহাবিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু হয়।

পরে মহাবিদ্যালয় তার নিজস্ব জমিতে গৃহ নির্মাণ করে নতুন অধ্যক্ষের অধীনে পঠন পাঠনের কাজ শুরু করে। তার পরের ইতিহাস খোলা পাতা।

বর্তমানে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার উচ্চশিক্ষার ওপর খুব জোর দিয়েছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গর্বের কথা বাঁকুড়া জেলায় অনেকগুলি মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরাএকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও পেয়েছি। বর্তমান গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় তাঁরই অধীনে। সরকার নতুন মহাবিদ্যালয় গড়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আমরা তারই সুযোগ বিভিন্ন ভাবে মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হয়েছি। অনার্সের বিভিন্ন বিভাগ খোলার চেষ্টা হচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগে পঠনপাঠনের কাজও শুরু করে দেবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের কলেজের ডিজিট্যাল লাইব্রেরি আমাদের গর্বের বস্তু।

ছাত্ররা সুশৃঙ্খল,অধ্যাপকগণ ছাত্রপ্রেমী। কর্মীরা নিষ্ঠাবান, অধ্যক্ষ সুযোগ্য প্রশাসক। এলাকার অধিবাসী, অভিভাবকবৃন্দ এবং ভূমিদাতাদের নয়নের মণি এই মহাবিদ্যালয়। আর পরিচালক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সদাই প্রসারিত। যে মহাপুরুষের নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয়ে তাঁর শুভাশির্বাদ সততই বর্ষিত হচ্ছে। এই মহাবিদ্যালয়ের উজ্জ্বল উত্তরণ সময়ের অপেক্ষামাত্র।

❒ প্রবন্ধ

মহাকবি ও বিশ্বকবি

ড. সুমিত কুমার মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ একজন মহাকবি আর একজন বিশ্বকবি। কালিদাস ছিলেন ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার এক বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার। ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মত দেখা হয় তাকে সংস্কৃত সাহিত্যে। তাঁর কবিতা ও নাটকে হিন্দু পুরাণ ও দর্শনের গভীর প্রভাব আছে। তিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের ভারতীয় কবি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্ব কবি। তিনি ছিলেন বাঙালী কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত স্রষ্টা,নাট্যকার,চিত্রকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য কবি। উভয়ের সাহিত্য ক্ষেত্র পৃথক হলেও, উভয় কবিই ছিলেন খাঁটি ভারতীয়। উভয় কবির সাহিত্য ক্ষেত্র যতই আলাদা হোক না কেন উভয় কবির মধ্যে ঐক্য রয়েছে প্রচুর। কালিদাস তাঁর রচনা সৃষ্টি করেছেন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাসের কাব্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে আর রবীন্দ্রনাথের উপজীব্য হল আধুনিক যুগের মানুষের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা কীম্বা হাসি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইতিহাস।

সংস্কৃত ভাষার কাছে বাংলা ভাষা যেমন ঋণী তেমনই মহাকবি কালিদাসের নিকট ঋণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল চলার পথে অনেক সময়ই মহাকবিকে স্মরণ ও চিন্তনকে স্বাগত জানাতে হয়েছে। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাবেন এতে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের কিছুই নেই, একান্ত অন্তরের অন্তঃস্থল হতে তার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য ধারা বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অমোঘ প্রভাব। কালিদাসের কাব্যের ভাষা অলংকার ছন্দের মাধুর্যও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেকাংশেই আবিষ্ট রয়েছে। অপরের কাব্যিক ঐশ্বর্য্য সম্ভারকে সঞ্চয় করে ও একান্ত আপন করে নিয়ে নিজের কবিতায় ও কাব্যে রূপায়িত কারার মধ্যে যতটা নৈপুন্যের প্রয়োজন ছিল তার সবটুকুর অধিকারী ছিলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই যখন যেখানে যতটুকু প্রযোজন ও সুযোগ পেয়েছেন তখনই কালিদাসের অভিজ্ঞতা ও নৈপুন্যের স্বাদ আহরণ করে আপন কবিতায় বা রচনায় স্থান দিয়ে তাঁর সার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গীতি কাব্য 'মেঘদূত' বিশ্বকবিকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি এই কাব্যের ভাব ভাষা ও বর্ণনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একাধিক কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিচিত্র প্রবন্ধের অনেকগুলি প্রবন্ধে বর্ষার কথা মেঘদূতের কথা ইত্যাদিকে স্থান না দিয়ে পারেন নি। 'পশ্চিমী যাত্রার ডায়েরি'-র মধ্যেও 'মেঘদূতের'প্রসঙ্গ এসে পড়েছে । মানসী কাব্যে মেঘদূত কবিতাটি মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত বা ক্ষুদ্র সংস্করণ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। কল্পনা কাব্যে বর্ষামঙ্গলে কবিতাটি মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার এবং মেঘদূত' এই উভয় কাব্যের ভাবানুবাদ ও আক্ষরিক অনুবাদে তার সন্ধানী পাঠকের চোখে ধরা পড়বেই। পদে পদে তারা শুনতে পাবেন এই কাব্যের সুরের প্রতিধ্বনি কল্পনার স্বপ্ন নামক কবিতায় বিশ্বকবি কালিদাসের কালের পরিবেষ্টনী ও পরিবেশ রচনা করার জন্য 'মেঘদূতম' 'ঋতুসংহার' ও 'রঘুবংশম' থেকে উপার্জন সংগ্রহ করে নিজের কবিতায় সংযোজন করেছেন। মহাকবি কালিদাসের কাব্য

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধর্মপ্রীতি মানব প্রীতি, শিল্পধর্ম,প্রেমময়তা রোমান্টিকতা, ছন্দ ,অলংকার প্রভৃতি স্থান পেয়েছে, কালিদাসের রচনাবলী ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় একাধিক বার অনুদিত হয়েছে। অমরতার আরেক নাম কালিদাস। অতীতের অন্ধকারময় জীবন থেকে বেরিয়ে এসে যে কবির জ্যোতিষ্ক দীপ্তির ন্যায় সমগ্র কবিমানসকে আলোকিত করে ছিলেন তিনি অবশ্যই কবি প্রীতি কালিদাস। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি না হলেও ভারতবর্ষের অগণিত কবি যে কালিদাসের কাব্য সুধা পান করে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তার কাব্য রসে সিক্তিত হয়ে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। লৌকিক কাব্য নাটকের জগতে কালিদাস ছিলেন সার্বভৌম সম্রাট, কালিদাসীয় সাহিত্যের এই প্রভাব ভারতীয় নাট্যকার ও কবিদের মধ্যে পড়লেও শুধু মাত্র সংস্কৃত নাট্যকারদের ক্ষেত্রে নয় প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সাহিত্যের ওপরও কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কবিতা ও নাটক ও প্রবন্ধের মধ্যে যেমন প্রেমের মহিমা লক্ষ্য করা গেছে ঠিক তেমনি ভাবেই মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' এই বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্য দিয়ে কালিদাসের অমর সৃষ্টি পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যিক ও কবিদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কালিদাসের প্রেম চেতনা সম্ভোগের সীমা ছাড়িয়ে ত্যাগের আদর্শের মধ্যে পবিত্রতা লাভ করেছে । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাবগভীরতা গীতিধর্মীতা, চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা,ঐতিহ্যপ্রীতি প্রকৃতি প্রেম, স্বদেশ প্রেম, বিশ্ব প্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনা ভাব ভাষা ছন্দে ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বাস্তব চেতনা ও প্রগতি চেতনা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষা ও কাব্যিক ভারতের ধ্রুপদী ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনা ও শিল্পদর্শন, রাজনীতি ,রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি সবই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। সমাজ কল্যাণের উপায় হিসাবে গ্রামোন্নয়নের ও গ্রামের দরিদ্র মানুষকে শিক্ষিত করে করে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করে ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি সামাজিক ভেদাভেদ অস্পৃশ্যতা ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শন চেতনায় ঈশ্বরের মূল হিসাবে মানব সংসার স্থান পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ দেব বিদ্রোহের পরিবর্তে কর্মী অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের পূজার কথা বলেছিলেন, সঙ্গীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

মহাকবি কালিদাসের প্রায় সকল নাটক ও কবিতার পটভূমি হল তপোবন যা প্রতিনিয়ত বিশ্বকবির হৃদয় জুড়ে থাকত। প্রাচীন ভারতে তপোবনের শান্ত,স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশ বিশ্ব কবিকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে কবি সেই তপোবনের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের কাব্যগুলির সঙ্গে নিজের ভাবধারা, কল্পনা চিন্তাভাবনা আরোপিত করে এক নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছেন। কালিদাসের কাব্যে যা ছিল অস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্প্রসারণ দ্বারা আরো গভীরতা ও স্পষ্টতা দান করেছিলেন। অথবা একথা বলা যেতে পারে আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে কালিদাস তার মনের বীণার তারে সে সুরে বেঁধেছিলেন তা এত যুগের বায়ব কম্পনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েও বিশ্ব কবির মনের বীণার তারে নতুন করে ঝংকার তুলেছিল। এই সুর ছিল অনেকখানিই বরীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর। মহাকবি কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হতে নেপথ্য সঙ্গীত রচনা করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেই নেপথ্য সংগীতের সাথে নিজের সুর, তাল, লয়, ছন্দ, অলংকার ও কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অনবদ্য সুর সৃষ্টি করেছিলেন, যা দেশ কালের সীমা লঙ্ঘন করে, অতিক্রম করে আজও অম্লান চিরন্তনী ও আধুনিক হয়ে আছে সকল মানুষের মনোজগতে, ভবিষ্যতে তা একই ভাবে থাকবে।

-০-

প্রবন্ধ

জগৎ ও জীবনের প্রেক্ষিতে দর্শন প্রসঙ্গ

অধ্যাপক অমিত কোলে
বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ

অসীম আকাশ, অনন্ত সমুদ্র, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্ররাজি, গভীর বনানী; সুউচ্চ পর্বতমালা এবং প্রাণীবহুল জগতের বৈচিত্র্যের দিকে নির্বাক বিস্ময়ের মানুষ একদিন শুধু তাকিয়েই থেকেছে। আর বিস্ময় থেকেই ক্রমে ক্রমে মানুষের জীবনে নানা ধরনের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। আর এই জিজ্ঞাসা থেকেই এসেছে অজানাকে জানার তীব্র ইচ্ছা, এই ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মানুষ তার সহজাত বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে। তাই প্লেটোর মতে,বিস্ময় থেকেই দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিস্ময় থেকেই দর্শনের সৃষ্টি হয়নি। দর্শনের উৎপত্তির পশ্চাতে সংশয়েরও একটা অবদান রয়েছে। মানুষ তার নিজস্ব স্বভাববশতঃ সন্দেহ করে বলে সে নির্বিচারে কোন কিছু মেনে নিতে চায় না। সংশয়ের কষ্ঠি পাথরে সে প্রচলিত বিশ্বাসকে যাচাই করে দেখতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে ঃ আমি যা দেখেছি শুনেছি বিশ্বাস করেছি তাই কি সত্য ? এর অন্তরালে কোনো সত্য লুকিয়ে নেই তো ? এভাবেই সংশয়ের একের পর একটি সিঁড়ি অতিক্রম করে সে সংশয়াতীত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা করে। তাই আমার একথা বলতে পারি যে, আত্মজিজ্ঞাসা বা সংশয় থেকেও দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি।

'দর্শন' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Philosophy'যা 'Philos'এবং 'sophia'এই দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'Philos'শব্দের অর্থ হল অনুরাগ (Love) আর 'sophia'শব্দের অর্থ হল জ্ঞান Knowledge। কাজেই 'Philosophy'শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। Love of knowledge কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'দর্শন' শব্দটির দৃশ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। দর্শন কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'দেখা' বা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু যে কোন দেখাকেই দর্শন বলা যায় না। দর্শন হল সত্য বা তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। জ্ঞান এবং সত্য পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কেননা জ্ঞান হল এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে সত্য বা তত্ত্বরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। জ্ঞান এবং সত্য উভয়ের ভিত্তি হল যুক্তিগ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচারবিশ্লেষণ। সুতরাং 'Philosophy'এবং দর্শন এই শব্দদুটি সমার্থবোধক না হলেও'Philosophy'কে দর্শনরূপেই অভিহিত করা হয়।

তবে যাই হোক না কেন 'Philosophy'বা দর্শন বলতে কী বোঝায় তার একটি নির্দিষ্ট সর্বজনস্বীকৃত উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দার্শনিকগণ নানারূপে দর্শনের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকগণের বক্তব্যকে প্রর্যালোচনা করে বলা যায় যে-যে সকল চিন্তার সাহায্যে আমরা সমগ্র জগৎ এবং সেই জগতের অংশ হিসাবে আমাদের ভূমিকা, উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং পরিণতি

সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারনায় উপনীত হতে পারে, তারই সমষ্টিগত নাম হল Philosophyবা দর্শন। সাধারণভাবে একটি সুসজ্জিত গৃহে বসবাস করার মত আমরা এমন একটি জগতে বাস করি যেখানে হয়তো অনেক সময় কোনো সমস্যা ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু যখন আমাদের স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলো সমস্যাবহুল হয়ে ওঠে তখন জীবনে আমরা যেন নিজেদেরকে খুঁজে পায়। সবকিছু হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। আর তখন আমাদের প্রতিটি জিজ্ঞাসা এবং প্রতিটি উত্থাপিত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে দর্শনের সূত্রপাত ঘটে। এই দার্শনিক জিজ্ঞাসা কিন্তু যে কোনো প্রকার জিজ্ঞাসা নয়। জীবনের অর্থ কি, এই বিশ্বজগতের কি কোনো উদ্দেশ্য আছে ? এই জগত সৃষ্টি,কে করলেন ? মৃত্যুর পর কী হয় ? কেন আমি এইরকম ? কেনই বা আমি অন্যদের মতো নই ? আমার কর্মের ক্ষেত্রে আমি কি স্বাধীন ? অথবা আমি যা করি তার জন্য কি আমি দায়বদ্ধ ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য নিরলস চিন্তা করতে হয়। এবং এই সকল প্রশ্নের মাধ্যমেই দর্শন খুঁজে পায় তার আসল উৎস। এই সকল প্রশ্নগুলি মানবজীবনে অপরিহার্য। একজন মানুষ চোখ বন্ধ করে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে বলে মনে করতে পারে , মনে করতে পারে এই সকল প্রশ্নের অস্তিত্ব তার জীবনে নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন মানুষের ভাগ্যরূপে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু জগৎ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। বাস্তবিকপক্ষে তারা সংশয় প্রকাশ করে দর্শনের বাস্তব উপযোগিতা সম্পর্কে। বর্তমান যুগের অস্থিরতা, বাস্তবিকতার চাপ বিজ্ঞানের ক্রমাগত উন্নতি এবং মানুষের চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলেই দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠেছে। নানা কারণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন সময়ে দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থান করেছেন। কিন্তু এই আপত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এদের দুর্বলতা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এবং উপলব্ধি করতে হয় না যে মানব জীবনে দর্শনের প্রভাব সর্বব্যাপী। কাজেই দর্শন কোনো চিন্তার বিলাসিতা নয়, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার আলোকে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা এবং যথার্থ পথে পরিচালিত করা। সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দর্শন মানুষকে সুবিশাল বিশ্বের সাথে এক হয়ে যাওয়ার শিক্ষা প্রদান করে। হ্বিটগেনস্টাইন এর মতে, দর্শন সমস্যার জাল থেকে যুক্তির পথ দেখায়। সুতরাং দর্শন শাস্ত্রের ভূমিকা কেবলমাত্র দার্শনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি মানুষকে তার জীবনের কোন না কোন মূহুর্তে দর্শনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে হয়। আসলে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনবোধ থেকেই দর্শনের জন্ম। দর্শন হল মানবজীবনের দিক্‌দর্শন যন্ত্র। আমাদের জীবনে পরম কল্যাণ ও মনুষ্যত্বের গৌরব। দর্শন অলৌকিক বা আকস্মিক কিছু নয়, এ হল মানবজীবনের অনিবার্য এবং স্বাভাবিক। তাই জগৎ ও জীবনের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, দর্শনও ততদিন বেঁচে থাকবে। কারণ জীবন এবং দর্শন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

বহুমুখী প্রতিভার কবি রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক তপনকুমার পণ্ডিত
ইতিহাস বিভাগ

বহুমুখী ও বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার কোন তুলনা হয় না। সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই, বর্তমান জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে মহিমান্বিত হয়ে ওঠেনি। বিচিত্র পথগামী রবীন্দ্রপ্রতিভা। কাব্য, উপন্যাস প্রবন্ধ ছোট ও বড় গল্প,নাটক, পত্ররচনা ভ্রমণ বিষক সাহিত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন ইত্যাদি সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। সংস্কৃত ইংরেজী সাহিত্যের তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে মৌলিকত্ব, সজীবতা, সৌন্দর্য ও নূতনত্ব। তাঁর জীবন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিভা স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। সংস্কৃতে কবিকে ক্রান্তদর্শী বলা হয়েছে। তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জীবনদ্রষ্টা ও জীবনস্রষ্টা। তিনি নিজে একসময় বলেছেন " আমারও একটি মাত্র পরিচয় আছে সে আর কিছুই নয়-আমি কবি, বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা সহচর। মানুষের প্রেমে আমি ধন্য ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুদ্ধাঙ্ক (IQ) মাপা যায় নি। সীমাহীনবুদ্ধি বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সুমধুর কণ্ঠস্বর, হাতের রেখা মুক্তোরেখার মতো উজ্জ্বল তিনি সকলের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের প্রতিভা ব্যাখ্যা করা এক দুরূহ কর্ম। রবীন্দ্রনাথ কারো একার নয় তিনি সকলের।

রবী ঠাকুর ছিলেন বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর বরপুত্র। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ভালো লাগেনি। চার দেওয়ালের গণ্ডী শিশু রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেনি। বাল্যকালে চারকবাকরের তত্ত্বাবধানে তাঁকে থাকতে হয়েছিল। যা দেখতেন বা প্রত্যক্ষ করতেন তা নিয়েই কবিতা, গল্প, লিখতেন। পড়াশোনার জন্য বিলেতে গেলেও আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল রবীন্দ্রনাথ দুবছরের মধ্যেই ফিরে আসেন। সাহিত্য সাধক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ। একজন আদর্শ শিক্ষকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাঁর সবকটিই ছিল শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি তাঁর সহজপাঠ গ্রন্থে লিখেছেন। ছোটো খোকা বলে অ, আ শেখে নি সে কথা কওয়া। ছড়ার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর কীভাবে অক্ষর পরিচয় হবে বা বর্ণমালা শিখবে তা তিনি তার সহজপাঠ গ্রন্থে লিখেছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে ইতিহাস নয় একথা তিনি বারে বারে বলেছেন। ইতিহাসে থাকে মানুষের কথা। কীভাবে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলল, আবার কীভাবে মানুষ এই সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাও তিনি লেখনির মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সংগঠক রবীন্দ্রনাথ ১৯০১সালে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রছাত্রীকে সম্পূর্ণ দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে মানুষ করে তোলাবার প্রচেষ্টা চালান। বর্তমানে ঐ আশ্রম বিশ্বভারতী নামে সুপরিচিত। বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীও শিক্ষালাভের জন্য ঐ বিশ্বভারতীতে আছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্য ও সুন্দরের উপাসক। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরের জয়গান গেয়েছেন। যা সত্য তাই সুন্দর-একথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে মানবতার জয়গান করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিদেশী ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃত্রিম নীরস শিক্ষা পদ্ধতির কঠোর সমালোচনাও করেছেন। প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে যা শ্রেষ্ঠ তাকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। যা কিছু মানবতা বিরোধী, অসত্য তাকে তিনি বর্জন করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন–"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনই পৃথিবীতে এক মহাজাতি গঠিত হবে।"

কবির মতে দেশ কালের ধর্ম ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে কেউ বর্জন করতে পারে না, কিন্তু তারই মধ্যে সবকিছুকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর এ কথার মধ্য দিয়ে মানবতার সুর উচ্চারিত হয়। কোন মানুষই এককভাবে চলতে পারেনা- সকলকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। কবির মতে বাইরে রয়েছে নানা দেশে,পোশাকে পরিচ্ছদে, ধর্মে আচারে ব্যবহারে নানাধরনের মানুষ কিন্তু ভিতরে সবাই একই"। এই বিশিষ্ট চিন্তাধারা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার সুর ফুটে উঠেছে। তাই তিনি পৃথিবীর কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ ভারতে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদ করছেন-লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলায় জালিয়ানওয়ালাবাগ স্থানে ইংরেজরা যে প্রবল হত্যালীলা চালিয়েছিল তাঁর প্রতিবাদের ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট উপাধি' তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন। আবার ১৯০৫খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে ভাগ করছেন তখনও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন গঠনমূলক কর্মসূচী রাখীবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন-যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই হল দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয় তা তিনি আমাদের শিখতে সাহায্য করেছেন। তাঁর রচিত- বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু ,বাংলার ফল, স্বদেশ প্রেমের সার্থক পরিচায়ক।

বহির্ভারতে নানা জায়গায় বেড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ কোন অভাবই ছিল না তাঁর। সময়ের মূল্য দিতেন রবীন্দ্রনাথ। বিদেশে যেখানেই গেছেন সেখানেই পেয়েছেন অভূতপূর্ব সংবর্ধনা, সম্মান ও সমাদর। ভারত আত্মার এই কবি বিশ্ববাসীকে কেবল ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী শুনিয়ে আসেন নি, তাঁদের বিচিত্র জীবন যাত্রার স্বরূপকে পর্যটকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে চিনতে সাহায্য করেছেন। ভারতের বিবিধ বৈচিত্র, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের কথা তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁকে চিনেছেন- তিনি হলেন মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভ্রমণবিষয়ক কাহিনী ও প্রবন্ধ আমাদের কাছে পরম সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তায় ভাবনায়, মননে অনুধাবনে এক প্রকাণ্ড পুরুষ। তাঁর জীবন কর্মধারা আমাদের কাছে অনুসরণ যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ একটা মিথ। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানান মিথ। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্কুলকে "দশটা-চারটার আন্দামান" বলেছেন। ১৯৪০খ্রীঃ ২৩শে জুলাই শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছেন "বাল্যকালের বন্ধ স্কুলগৃহের কঠোর শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর মনকে এতটাই পীড়া দিয়েছিল যে তিনি স্কুল পালাতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। ১৯২২ এর আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন "আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি।" তাই তিনি বিকল্প শিক্ষাপদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। হাতে কলমে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে। যা দেখবে তাই শিখবে। পর্বত সম্বন্ধে, নদী সম্বন্ধে, গাছপালা সম্বন্ধে শিখতে হলে পর্বত, নদীর কাছে যেতে হবে। তাই তিনি স্কুলের চারদেওয়াল ছেড়ে

খোলামেলা পরিবেশে শান্তিনিকেতনে গাছপালার তলে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে শিখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কৌতুক প্রিয়। তিনি কৌতুক করে আনন্দ পেতেন। তাঁর সাহিত্যে কৌতুকের অনেক নজির রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সুখ ও দুঃখ একই অনুভূতি। তিনি শত শোকেও অনেক দুঃখেও সমান অবিচল। কারণ তিনি জানেন এই সুন্দর ভূবন ছেড়ে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে। বাইশ বছর বয়সে পানিগ্রহণ করেছেন সংসারী হয়ে সংসারধর্ম পালন করেছেন–জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করে রাজকীয় ভাবে জমিদারি সামলেছেন, কাজের ফাঁকে সাহিত্য রচনা করেছেন, গীতাঞ্জলী কাব্য রচনার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পেয়েছেন। সংগীতে সুর দিয়েছেন, তাঁর লেখা সংগীত "জনগণমন অধিনায়ক" ভারতের জাতীয় সংগীত। যৌবনে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, কুসংস্কারের মাধ্যমে লড়াই আন্দোলন করেছেন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারেও এগিয়ে এসেছেন। একটা মানুষের পক্ষে যা যা কিছু করা কর্তব্য তা তিনি করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সভ্যতা সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হলেও ভয় পাবার কিছু নেই। পরিত্রাণ কর্তার আবির্ভাব ঘটবে একদিন । মানুষকে সে শোনাবে আশার বাণী, পৃথিবীতে আবার শান্তি ও প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হবে।"

রবীন্দ্রনাথ দগ্ধ হয়েছেন-জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তিনি দগ্ধ না হলে আমাদের এই মানব জীবন রবি রশ্মিপাতে আলোকময় হত না । মৃত্যুঞ্জয় কবিতাটি রচনাকালে কবির বয়স ৭১ বৎসর। তাঁর সমবয়সী বন্ধুস্থানীয়রা বৌদী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী (১৮৮৪) স্ত্রী মৃনালিনী দেবী (১৯০২) মধ্যম কন্যা রেনুকা (১৯০৩) পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫) কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭) জ্যেষ্ঠ কন্যা বেলা (১৯১৮) এতগুলো মানুষের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন। এতগুলি মানুষের মৃত্যু তাঁর মৃত্যু চেতনাকে প্রগাঢ় করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মৃত্যু মানে সব কিছু শেষ নয় বরং শেষের শুরু। এত মৃত্যুতে তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যুকে যিনি জয় করেন তিনিই হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। শিবের আরেক নাম মৃত্যুঞ্জয়-কারণ সমুদ্র মন্থনে বিষপান করেনও শিবের মৃত্যু হয়নি। সৃষ্টিশীল মানুষরাই হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ধ্বংস দানবই এই পৃথিবীকে শাসন করেছে। তাইতো এখনও হয় বারে বারে অন্যায়, অবিচার, হিংসার লেলিহান শিখা প্রায় সর্বত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মান্ধতা, মানুষকে মানুষের মধ্যে করেছে পর। ভালোবাসার অভাবে সংসার হচ্ছে ভাগ-পণপ্রথার বলি হচ্ছে ঘরের মেয়েরা।

এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটে ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট। মৃত্যু ঘটলেও তিনি অমর। মৃত্যুর পরও একটা জীবন থাকে তার প্রমাণ হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ হলেন এক পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি হলেন জনগণের অধিনায়ক তথা দেশনায়ক। তিনিই তো সেই কবি যিনি ২২শে শ্রাবনে আমাদের হৃদয় দুয়ারে এসে দাঁড়ান এবং বলে যান–

"মোর লাগি করিয়ো না শোক
আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যের করি পূর্ণ,এই ব্রত বহিব সদাই।

কবিতা

"ক্যানভাস"

বিবেকানন্দ সিংহ (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী প্রভাত কিরণের উজ্জ্বল ছোঁয়ায় উচ্ছল অপরূপ,
মধ্যাহ্নের আগুনঝরা রৌদ্দুর সর্বগ্রাসী মহাকাল
পড়ন্ত বিকেলে সুষমা ভরা প্রশান্তির পরশে প্রাঞ্জল,
গোধুলির অস্তাচল রবির লালিমা মাখা ইন্দ্রজালে রূপসী মোহময়ী ভূমা,
চন্দ্রিমার মায়াময় স্নিগ্ধ আলোকের বিচ্ছুরণে শীতলতার প্রলেপ ভরা চাদরে
শান্ত মুদিত নয়ান।
অমানিষার নিকষ কালো রাত্রির ভয়াল ক্রুর থাবা–
ত্রিভূবন ওলট পালট করা জিঘাংসায় বহ্নিমান।
তবু তারি মাঝে খুঁজে নিতে হয় জীবনে চলার মসৃণ পথ
পৃথিবীর রূপরেখায় বর্ণিত চরিত্র ক্যানভাসে চিত্রিত ছবি,
জীবনটা হাসি কান্না ভরা নিষ্ঠুর বাস্তবে মোড়া, নয় তো কুসুমাস্তীর্ণ,
ঘটনার চাঞ্চল্যতা যে রঙ বেছে নেয় তাই প্রকটিত বর্তমানে।

শেষ কথা

গার্গী ব্যানার্জী (অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ)

আমরা সবাই শুরুর থেকে
শেষটায় বেশি খুঁজি।
কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কিম্বা হোক
ছোটগল্প অথবা হোক মুভি
বইয়ের পাতা উল্টে নিয়ে
শেষটা দেখে রাখি
জন্ম থেকেই মৃত্যুর জন্য দিন গুনতে থাকি
মৃত্যুর পর আবারও জন্ম সেটাও ভেবেই রাখি
সব জিনিসের শেষ সুন্দর হোক সেটাই চেয়ে থাকি
আমরা সবাই শুরুর থেকেই শেষটা ভেবে রাখি।
অসমাপ্ত গল্প, কবিতা, সম্পর্ক,ভোকাট্টা ঘুড়ির খবর
আমরা কি কেউ রাখি ?
শেষ হয়না এমন রাস্তা কেউকি আমরা হাঁটি ?
'শেষ যেন না হয়' আমরা মুখেই শুধু বলি।
মনের মধ্যে আমরা সবাই শেষেই ডুবে থাকি।
"শেষটা হোক সুন্দর" কারণ আমরা শেষেই খুশি থাকি।

স্বামীজির প্রতি

[Tribute of Swami Vivekananda]

বিধান ঘোষ (Sem-5)

বীরসন্ন্যাসী স্বামীজি তুমি
নতুন ভারতের অগ্রগামী
যুব সমাজের তারুণ্যের প্রতীক,
অধঃপতনের পরে নব সৃষ্টির নাবিক।

তোমার বানী গুরুমন্ত্রের মতো সত্য
তোমারই দ্বারা এই বিশ্ব আবর্ত।
ভারত আজও মহান তোমারই কারণে,
তোমার অবস্থান তাই সকলের মনে,

ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদের সমাজ
নবতরুনদের তুমি দিয়েছো কাজ
সমাজকে নতুন করে গড়তে
তোমার আদর্শের পথে চলতে চলতে

রয়ে গিয়েছে তোমার চিহ্ন কত মঠ ও মিশনে,
সেখানেও তুমি বসে আছো তোমার আসনে।
তোমার চরণে জানাই প্রণাম-তুমি বিবেকানন্দ,
তোমার কর্মেই এ জগৎ ধন্য।

চলে গিয়েছো তুমি অনেকদিন আগে
তবু তোমার স্মৃতির কথা হৃদয়ে জাগে।

আলোর সন্ধানে

সনাতন সাহু
(অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ)

সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে পৃথিবী
তবুও চারিদিকে গভীর অন্ধকার,
আমি প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছি সেই আলো
সেই আলো দূর করবে সমস্ত গ্লানি।
আমি কী পাব খুঁজে সেই প্রকৃত আলো ?
স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমি
সত্যিই কি আমি স্বাধীন ?
পরাধীনতার জালে আমি আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে
প্রতি মুহূর্তে খুঁজে চলেছি মুক্তির আলো।
কবে পাবো সেই প্রকৃত স্বাধীনতার আলো ?
মানুষ মানুষের জন্য
কিন্তু ক'জন ভাবে অন্যের কথা
মন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মানবিকতার আলো
যদি আমরা কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারি
তবেই পাবো প্রকৃত আলোর সন্ধান।

একাকী

সত্যজিৎ নিয়োগী
(Sem-5)

পড়ন্ত সন্ধ্যায় কালো হয়ে আছে আকাশ,
দুই একটা জোনাকি খেলা করছে গাছেদের সাথে।
হাতের পিছনে মাথা রেখে ঘাসের আলিঙ্গনে
কেটে গেছে অনেকটা সময়।
চাঁদের সাথে মেঘেদের খেলায়
ফুটে উঠছে বিচিত্র সব ছবি।
হঠাৎ মেঘের খেলায় ভেসে উঠলো একটা মুখ,
মেঘ তার চুল হয়ে চাঁদের গায়ে
পড়েছে এলিয়ে।

এভাবেই সব চেনা মুখ খেলা করে
দুধের মতো জ্যোৎস্নায় মেঘ হয়ে
চাঁদেদের সাথে,
যখন পড়ন্ত সন্ধ্যায় কালো হয়ে আসি
আমি একাকী।

শকুন্তলা

সুপ্রভা দে
(অতিথি অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ)

সোমতীর্থের গভীর জলে পড়েছিল
শকুন্তলার আংটি খানি।
তখন থেকে শুরু হল তার জীবনের
দুর্বিসহ গ্লানি।
রাজা হয়ে দুষ্মন্ত যে দিলেন তাকে
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে।
সেই দুঃখেতে শকুন্তলা বেরলো যে পথে
আকাশ পানে দিল হাত যে বাড়িয়ে।
সানুমতী, মেনকা সই নিল তাকে টেনে
মারীচ মুনির আশ্রমে।
সর্বদমন শকুন্তলার পুত্ররূপে জন্মিল যে
স্বর্গসম মারীচ মুনির আশ্রমে।
ভাগ্যক্রমে মিলন হল পিতাপুত্রের
মারীচ মুনির আশ্রমে।
তখন থেকে শেষে হল যে শকুন্তলার
দুর্বিসহ গ্লানি।

চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।– **সুকান্ত ভট্টাচার্য্য**

মনের আশা

মনীষা প্রামাণিক
(Sem-5)

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি
ভাবছি বসে একা
লিখতে বসেই মনটা আমার
লাগছে ফাঁকা ফাঁকা।
মা-বাবা পড়তে বলেন
শুনিনা সে কথা
রেজাল্ট যদি খারাপ হয়
কাটা যাবে মাথা।
ভ্রমণ আমার ভালো লাগে
ভাবছি ভ্রমর হয়ে ঘুরি
কখনও আবার পাখি হয়ে
দেশ বিদেশ দিই পাড়ি ।
মা বলেন ওরে খুঁকি
তুই কবে বড়ো হবি
পড়াশুনা করে যা
একদিন তো সবই পাবি।
পিতা মাতার স্নেহে আমি
একদিন বড়ো হব
গুরুজনদের প্রেরণায়
আমি সবার মনে রব।

আগমনী

সঞ্জীব সেন

মাগো তুমি আসবে বলে
শরৎ এসেছে
নীল আকাশে সাদা মেঘের
ভেলা ভেসেছে
ভোরের বেলা সবুজ ঘাসের
শিশির ঝরছে
শিউলি ফুলের গন্ধে যে ওই
বাতাস ভরেছে
টলটলে কালো দিঘির জলে
পদ্ম ফুটেছে
সোনার বরণ রোদ ছড়িয়ে
সূর্য উঠেছে
এমন দিনে কাশের বনে
মন হারিয়ে যায়
পথের পানে চেয়ে থাকি মা
তোমার অপেক্ষায়

❐ কবিতা

মন্দাক্রান্তা অর্থনীতি

শ্রী ভবানী শঙ্কর নায়ক (শিক্ষাকর্মী)

দেশের অর্থনীতি টলমল, বেহাল না হলেও ঝিমিয়ে
বিনিযোগ, ভোগব্যয় দুই-ই আতান্তরে তো বৃদ্ধি হবে কি নিয়ে ?
ভোগের অভ্যাস প্রায় স্থিতিশীল হলেও বিনিযোগ কিন্তু পরিবর্তনশীল
আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা, ভোগব্যয়ের পরিমাণ সবই কিন্তু বিনিয়োগের উপর নির্ভর শীল।

শিল্পহীনতা অভিঘাতে বেকারত্ব; অবশ্যই কমেছে অল্পভোগ-ব্যয়
অন্যদিকে বিনিয়োগের সূচক কমেছে তীব্রতায় তাতেই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়।
বিনিয়োগের অধোগতি ঠেকাতে সরকার পাল্টাচ্ছে ব্যাঙ্ক নীতির অভিমুখ
সমস্ত আমানতে দিন দিন সুদ হ্রাসে বিপন্ন প্রায় কোটি কোটি সাধারণের জীবন সুখ।

সুদ কমলে কখনো বিনিয়োগ বাড়ে না; অগণিত সুদ নির্ভরের শুধুই নাভিশ্বাস
গরীব মানুষের আয় কমবে চাহিদা যোগানের ভারসাম্যে তীব্র রুদ্ধশ্বাস
কর্পোরেট কর হ্রাসে কে বলেছে শিল্প বৃদ্ধি ? নিশ্চিত সরকারী তহবিলের সর্বনাশ
শিল্পপতিদের লভ্যাংশ বাড়লেও রেল, বি.এস.এন.এল. বেসরকারিকরণে দেশের উর্দ্ধশ্বাস

জাতীয় আয় বাড়াতে সঞ্চয়ে সুদের হার রাখতে হবে স্থিতিশীল
দৃঢ়তা থাকবে জি. এস. টি, কর্পোরেট কর আদায়ে অবশ্যই হতে হবে গতিশীল
প্রকৃত উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা করতে হবে স্পর্শ
নোবেলজয়ীদের কটাক্ষ না করে অমর্ত্য-অভিজিতদের নিতে হবে পরামর্শ।

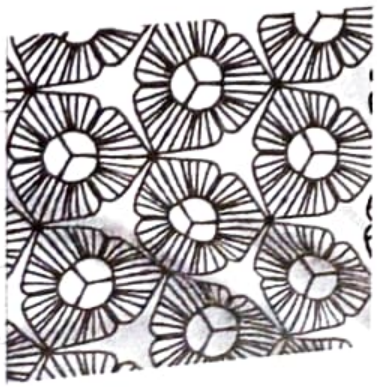

আমার প্রিয় শিক্ষক

রোহিত দাস
(3rd Sem)

অমিত দা মানে একটি নাম,
আমার মতো ছাত্র-ছাত্রীর বুকভরা প্রাণ
অমিত দা মানে একটি কথা হাজার মূল্য
যে বোঝে তার আসে সাফল্য,
আর যে বোঝে না সে অমূল্য।
অমিত মানে পড়াতে পড়াতে বোকা ছেলে,
মেয়েদের কেউ দেখিয়ে দেয় ভালো হওয়ার আলো।
অমিদা মানে পরীক্ষার রেজাল্ট-এর
দিন ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি,
অমিতদা সত্যি তোমাকে আমরা খুবই ভালোবাসি,
অমিতদা মানে যার কাছে পাওয়া যায় অনেক সাহায্য
অমিত দা মানে এত পরিশ্রম করেও
হারায় না কোন দিন ধৈর্য্য।
শিক্ষক হিসাবেও তিনি দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ন,
কিভাবে বর্ণনা করিগো তোমার, তুমি কত গুণিজন।
যতোই বলবো ততোই কম, তুমি গুরুদেব
আমার ভাষায় সত্যম শিবম সুন্দরম ॥

হারিয়ে গেছে দিন

অক্ষয় ঘোষ (তৃতীয় বর্ষ)

কত সুখের দিন, কত হাসি মুখ
সব হারিয়ে গেছে।
রাত্রির নিস্তব্ধতা মলিনতা
কিছু সাদা কালো স্বপ্নে মুছে গেছে।

অনাবিল খুশির ফোয়ারার জল।
আজ কেন টলমল?
সেকি আজ হারিয়ে গেছে
সেই সবুজের শ্যামল।
সব কী ক্রমশই দূরে যাচ্ছে
না কি সামনে এসেও আসছেনা,
এটাও ভালো
মন সেজেও সাজছেনা,
হারিয়ে গেছে সেই দিন
সব কথারই নতুন সুর
আজ শুধুই হাতছানি
অনেক দূরে সেই সুদূর।
দিনের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে
আমার মনের চাওয়া
আজ মন ভুলেছে তাদের।
শুরু করেছে দেওয়া নেওয়া

সে দিন গেছে হারিয়ে
সেদিন আর আসবেনা
সে শুধু পিছুই ডাকবে
দিনের মধ্যে কখনো আমরা
পাইনা সঠিক পথের দিশা
আসবে নতুন দিনের সাড়া
ভুলবে মন হারানো দিনের আশা

Essay

Feminism in Indian context

Sweety Roy (Rajguru)
Assistant Professor, Dept. of English

Unquestionably one of the most notable movements of the last century is feminism. And yet, much like many other movements that took the society by storm, its social/political gains and claims to moral authority have frequently been compromised by both countervailing forces and the opportunism or poor judgement of sympathisers. The lack of proper understanding has led to a kind of atavistic rage that women are ruining the lives of 'good men'.

Seldom there has been a word as much misused and misapprehended as feminism. What exactly does feminism mean then? Is it a war against men? Does it include placing women above men?

Feminism is the notion that all human beings are equal irrespective of their gender. Feminism is uplifting women so that men and women are treated equally. It's not downsizing men or declaring them inferior. It's not based on women having power over men; instead, on women having power over themselves. However, along with the understanding that feminism aims at buoying up the marginalised of the society, it is important that we also accept that women have been the prime victims of oppressive patriarchy and toxic masculinity from time immemorial.

The awareness and consciousness of the victimization of woman is crucial to her upliftment. Women should not be considered a responsibility of a male throughout her life. Practices like 'kanyadaan', 'RakshaBandhan' and the 'purdah' system highlight the extent of male dominance and female subordination. These practices emphasize that strong, capable men have to protect the weak, fragile women, the 'weaker sex'.

Women is not a burden and marriage should not be the only choice provided to a woman. Cases of thousands of female foeticide and death due to dowry harassment point towards the utter failure of the society to understand the value of and accord proper respect to women. In most Indian households

males and females are treated differently, where education, as well as nutrition of boys, is prioritized and that of the girl is neglected.

A woman is treated with disdain whether she is employed or not. A certain section of society discourages and spurns the transgressive act of women to get well-educated and choose a career for herself. However, education and financial self-dependence are not enough to rescue her from victimization. In the workplace, gender pay gap and disparity in opportunities discourage women from performing well in the professional arena.

Stereotyping professional and family roles based on gender has led to further suppression and denigration. Professions like, engineering, aviation and military are considered masculine and professions like teaching fashion designing and nursing are considered feminine. Stereotyping in family roles includes how men are expected to be the sole breadwinners of a family and females are presumed to single handedly take up the responsibilities of managing home.

It's time to recognize that feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives this strength. Feminism in India or anywhere is not needed to deconstruct one oppressive hierarchy to create another hierarchical pattern rather it is needed to liberate women, to rescue their thought from the age-old shackles, notions that normativizesand legitimizes the oppression and thereby dehumanises women.

My imagination is a monestry and I am its monk
-John Keats

Essay

Human Rights Education: A Road to Social Wellbeing

Dr. Mahuya Roy Karmakar
Assistant Professor, Department of Political Science

The issue of human rights education has attracted the worldwide attention in recent times. It has compelled the United Nations at international level and national government, judiciary and quasi-judiciary institutions at national level to adopt measures for the implementation of the concept. As a concept, human rights education endeavors to develop a culture of human rights universally among the peoples through educational efforts. Human rights education moulds peoples to respect each other's fundamental rights and freedoms; to develop human dignity and self respect within themselves and towards others; to develop an attitude of tolerance, understanding and maintaining equality and friendship among the states, peoples of different language, religion, culture, ethnicity etc. and finally to the building up of a society of peace. According to the UN Decade documents for human rights education (1995-2004), Human Rights Education is a lifelong process by which peoples at all levels of development and in all strata of society learn respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring that respect in all societies. The UN mandates that education shall be directed to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. Human rights education has a significant role in protecting human rights violations. In this context Kofi Annan, United Nations Secretary General can be quoted who held without education, we cannot see beyond ourselves and our narrow surroundings to the reality of global interdependence. Without education, we cannot realize how peoples of other races and religions share the same dreams, the same hopes. Without education, we cannot recognize the universality of human aims and aspirations.

Human rights education has also a good impact on the protection of the rights of people in general and women's rights in particular. It can raise the status of women in any society. In Indian social setup too the concept can contribute

much where state of women's rights is endangered. With regard to the status Indian women it can be said that women have been facing extreme manifes tions of unequal social relations between men and women. The patriarchal s ciety has submerged women in all areas of their life. They (women) have be the victim of gender based violence in every moment. Violation of women human rights in India is manifested in different forms and has also been foun that violence takes place not only in physical but in psychological domain to Women thus are vulnerable to violence within and outside family. And whatev the causes of this violence are but it has a serious impact both on the physic and mental health of women and their well being.

However, human rights education by developing respect for humanity will hel to the promotion of liberal values of women. It will cultivate the patriarcha society to be humane with its womenfolk. In addition, for protecting the right of people in general the Government, Judiciary and quasi-judiciary organiza tions have come forward with their protective measures in the form of human rights education. The Indian government has also adopted international human rights instruments like Universal Declaration of Human Rights, the Interna tional Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Convention on the Elimination o all forms of Discrimination Against Women. This compels India to oblige and develop respect for international law. All these instruments emphasize the righ to education as human right and talk about women's rights in different fields. To conclude, human rights education can impart people knowledge about gen der equality. Inclusion of human rights education in academic curriculum start ing from primary level to higher level of education can also develop among people a sense to respect the dignity of women and to develop an attitude o maintaining equality. Thus human rights education is needed for developing a healthy social environment protecting basic rights of people in general and women in particular.

Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thurst upon them - **Shakespeare**

The importance of introducing performing arts in our education system

Dr. Sathi Mukherjee
Assistant Professor, Department of Mathematics,

Introduction:

The performing arts in education provide students with the opportunity to engage the mind, the body and emotions into a collaborative expression of all that it means to be human. Through study and performance, students explore and present great themes and ideas.

They discover their own voice, grow in confidence and develop empathy and ethical insight into the contradictions and paradoxes of the human condition. Performing arts students grow in understanding of what it means to not only be human, but to be good, noble, honourable, kind and compassionate.

Education in the performing arts is a key part of many primary and secondary education curricula and is also available as a specialisation at the tertiary level. The performing arts, which include, but are not limited to dance, music and acting, are key elements of culture and engage participants at a number of levels.

Integrating performing arts into educational experiences can help students learn other subjects, such as science, as well as help them develop various non-arts-based skills.[2] As children grow, engaging them in performance arts can help them meet developmental milestones, including those for motor skills and psychosocial skills.[3] For example, teachers can integrate performing arts and the discussion thereof into their classrooms to honor student self-expression.[1] Bilingual youth can benefit from this type of arts integration because it offers them modes of communication that can respond more easily to their culture and language than text-based or test-based learning.[4] Regardless of the language used, teachers have found that using performing arts in the classroom, such as improvisational drama, can help students process and prepare for non-arts-based life situations, including bullying.[5]

Performing arts integration that empowers students in these ways doesn't only happen in schools; community organizations may use hip hop performance to help students deepen their understanding of and broaden their experience with

indigenous identity and language.[6]
Despite the benefits of engaging students in performing arts, all students do no have equitable access to performing arts in their school classrooms.[4]
The end point for performing arts education varies: some educators integra arts into school classrooms to support other curricula while simultaneousl building students' art skills, and some focus on performing arts as an academi discipline in itself.[1]
There has been much emphasis recently on STEM courses (Science, Techno ogy, Engineering and Mathematics). The popular discourse depicts a rapidl changing digitally disrupted world where the 21st century values the 'hard' sci ences above all else. This approach to education and curriculum is missing on of the key purposes of education - to be human is to be more than an economi producer.
Some have rightly advocated for the addition of performing arts to the STEM framework, adding an 'A' for arts to the acronym and changing it to STEAM. The rationale behind this frames the arts as the creative, innovative glue that con nects and actions the hard sciences.
Before we rush to pressure and push our sons and daughters out of the arts and into STEM courses, let us think more carefully and listen more attentively to the voices and hearts of our young people. Let us ignite and fan their passions and encourage a broad liberal education that values them as young people - with hearts as well as minds, dreams as well as ambitions.

The significance of performing arts in education

The importance of drama, music and performing arts in education is significant Whether children have the opportunity to perform in theatre productions or help out behind the scenes, studying Drama and Performing Arts not only en gages with the creative side of the brain, it also provides an ideal balance in students' patterns of study.
It's easy for children to become swamped in a sea of theory, which is why sub jects that offer practical learning are essential.
But achieving a balanced education is just one of the benefits of introducing Performing Arts in the curriculum:
1.Students gain important life skills as they learn the value of critical feedback both positive and constructive.
2.Children have the opportunity to celebrate the richness and depth of human expression in all of its forms. Through creative expression students learn to comprehend our world better and are therefore better equipped to navigate the

challenges they might be faced with upon graduating from secondary schooling.

3. Drama and the performing arts allow an avenue to develop cognitive abilities that complement study in other disciplines. For example, drama students learn to approach situations in an array of different manners which can help to develop creative thinking and new study techniques. Further, it builds confidence which benefits public speaking opportunities. The talent that students discover through the Arts can form habits which transcend all areas of study.

4. Communication between peers is accelerated as students are exposed to group activities. This experience also provides opportunity for students to display cultural leadership qualities.

5. Some students find their 'voice' while studying the Arts. They may discover they are natural problem solvers or leaders. Creative expression is a great way to build self-confidence and can be particularly beneficial for introverted and reserved children.

6. The Arts can also be a source of solitude - a place where a child is able to shut out their surrounds and immerse themselves in a creative environment. This process allows the imagination to thrive, aiding internal exploration. It's a natural precursor to a well-developed sense of self.

7. The Arts can act as an agent through which a variety of emotions can be learned, rehearsed and practiced. Adolescents can find it difficult to express their emotions and so the Arts provides a great outlet for children to explore a wide range of feelings including delight, anger and unhappiness. This experience can define a child's growing sense of independence and interdependence.

Drama and the performing arts serve to generate a rich array of reciprocal benefits for both students and our community. Drama and Performing Arts should be the part of the curriculum so that we can have the pleasure of witnessing many student productions and musicals.

We have also enjoyed seeing the way in which studying the Arts have helped our students to improve their overall academic results.

All students can become involved in the performing arts - musical and dramatic. From Primary School, students can participate in Music, Drama, Debating and Dance. The opportunities are plentiful.

Our ultimate aim is to provide students with a well-rounded education, which means Drama and Performing Arts will be a strong focus well into the future.

The **FOUR C**'s involved in the motivation for introducing Performing Arts in every branch and at every level of our education system are the following:

a. Critical Reflection

Students gain valuable life skills by learning the importance of feedback, both positive and constructive. The arts also provide a place of solitude, where students can immerse themselves without interference from their environment. This also provides a space for students to engage in self-reflection - a vital skill for life after school.

b. Collaboration

Performing arts is a discipline that encourages teamwork, whether that is in writing, creating or during the act of performing. Students have the opportunity to engage in creative collaboration, a skill they have limited chance to develop outside of a rehearsal space.

c. Creativity

Through creative expression students learn to understand the world in a unique way, preparing them to navigate the challenges after school. There is also great cross-over between performing arts and other disciplines - the creative thinking and study techniques learned during rehearsal can be transferred to all areas of study.

d. Communication

Communication skills can be accelerated through performing arts, as students learn to use verbal and non-verbal techniques in new ways to deliver their message. Some students also find new levels of confidence through performing arts.

The performing arts has arguably championed these core 21st century skills more than any other curriculum area.

References:

1. Goldberg, Merryl (2011-04-11). Arts Integration: Teaching Subject Matter through the Arts in Multicultural Settings (4 ed.). Boston: Pearson. ISBN 9780132565561.

2. Yumpu.com. "Children's Developmental Benchmarks and Stages". yumpu.com. Retrieved 2016-11-06.

3. Jump up to:a b Chappell, Sharon Verner; Faltis, Christian J. (2013-04-10). The Arts and Emergent Bilingual Youth: Building Culturally Responsive, Critical and Creative Education in School and Community Contexts. Routledge. ISBN 9780415509749.

4. Donahue, David M. (2010-06-02). Stuart, Jennifer (ed.). Artful Teaching: Integrating the Arts for Understanding Across the Curriculum, K-8. New York; Reston, VA: Teachers College Press. ISBN 9780807750803.

5. Gorliewski, Julie; Porfilio, Brad (2012). "Revolutionizing Environmental Education through Indigenous Hip Hop Culture". Canadian Journal of Environmental Education. 17: 46-61.

প্রবন্ধ

শিশু শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার মাধ্যম

অর্ঘ্য নায়ক

(অতিথি অধ্যাপক, শারীরশিক্ষা বিভাগ)

শিশু ও আমরা সমাজের অভিন্ন অংশ। আমরা বলতে শিশুর বাবা-মা, দাদু, ঠাকুমা ও পরিবারের সকল সদস্য সমাজ পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকললেই বোঝায়। সকলের ভালোবাসার ঘেরাটোপে বন্দি। এই শিশু তিলে তিলে গড়ে উঠবে সকলের যত্নে। তাই এগুলির সহধর্মী সহাবস্থান হবে। শিশুর একমাত্র উর্বর মাটি-রস-খাদ্যভাণ্ডার আলো বাতাসের সমতুল্য এই সহাবস্থান।

শিশুর সংজ্ঞা ঃ শিশু শব্দটি বহু চর্চিত, আলোচিত এবং গবেষণামূলক। শিশুর চিন্তায় আমরা সবাই ডুবে যাই আপন খেয়ালে। তাই শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও মনোবিদদের সামগ্রিক অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আমরা সকলে জেনেও জানিনা বা বুঝেও বুঝি না বা বুঝতে চেষ্টা করিনা। একটা শিশুর সার্বিক ক্ষমতা কতটুকু। সে কতটা ভার বহন করতে সক্ষম। শিশুর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে তার স্বাভাবিক ছন্দে বেড়ে উঠতে দেওয়াটা আমাদের সকলের মহান দায়িত্ব্য ও কর্তব্য।
শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ স্বামীজির মতে "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভেতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ বা যাতে চরিত্র তৈরি হয় মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয় নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে এই রকম শিক্ষা চাই।

রামচন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মতে–"শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে; বালক যাহাতে স্বয়ং চেষ্টায় সমর্থ হয়। তাহার বিধানের নামই শিক্ষা বা শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটাই মাত্র শিক্ষাই বুঝিতে থাকি, সেই শিক্ষার অর্থ মনুষত্বের বুদ্ধি স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি।
শিশু শিক্ষা ঃ শিক্ষা হলো এক নিরন্তর প্রক্রিয়া বা মানুষের সহজাত চরিত্র গঠনের সাহায্য করে, মানসিক শক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধা বৃদ্ধি করে এবং তাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। অর্থাৎ মানুষের দেহ মানুষের গঠন ও আত্মার উন্নতির সহায়কের নামই হলো শিক্ষা। আর এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার ক্রমোন্নাতির পথে যে সমস্ত বাধা পরিবেশগত সমস্যা, কী ঘরে কী বাইরে, বিদ্যালয়ে দূরীকরণের সহায়ক হলেন শিক্ষক। তাই শিক্ষক এবং অভিভাবকের সদা সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই একটি শিশুর জীবনের শুরু থেকে প্রতিটি ধাপে উত্তরণের দীপ শিখা।

শিশুর বিকাশের মাধ্যম ঃ

ক) সৃজনশীল শিক্ষা ঃ ভাষার মাধ্যমে যেমন মনের ভাব প্রকাশ করা যায় ঠিক তেমনি একটা ছবির মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝানো সম্ভব। ছবি না বলা কথাগুলি বুঝিয়ে দেয়। বড়রা শিক্ষামূলক কথাগুলির ছবির মাধ্যমে শিশুর সামনে তুলে ধরতে পারেন অতি সহজে। একটি ছোট শিশু সেই বয়সে সেটা অতি সহজে গ্রহণ করে নেয়। সে বিভিন্ন প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে মনের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা জাগায়। সেটা প্রকাশ করতে চায় সেটা ওই বয়সে তুলে ধরে প্রকাশ করতে পারে না। তার কী ভালো লাগে কী পছন্দের মানুষ সবকিছু সে ছবির ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিতে পারে। ঠিক সেই কারণেই শিশু শিক্ষায় পঠন পাঠনের পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

খ) শরীর চর্চা ও শিক্ষা ঃ আজকের শৈশব মানে বইয়ের ভারে ঝুঁকে থাকা। হোম ওয়ার্ক, ইউনিট টেস্ট

আর সারপ্রাইজ টেস্ট এ নাজেহাল। সারাটা দিন মুখ গুঁজে পড়া। ছোটো বয়সেই টেনশন এ প্রতিযোগিতার চাপে দিশে হারা এর মধ্যে ভুলে যায় শরীরকে-যাকে ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মানব মনের বিকাশ। সেই উদ্দেশ্য আমরা ভুলতে বসেছি। বর্তমানে আমাদের টিভি, মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে শিশুদের বসে থাকার প্রবণতা বেড়ে গেছে,যেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রগতিশীল বিজ্ঞানের যুগেও বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই। প্লেটো তার রিপাবলিক বইতে বলেছেন-জিমন্যাস্টিক এবং সংগীত শিশু বয়স থেকেই শুরু হওয়া উচিৎ। এই প্রশিক্ষণ সযত্নে হওয়া উচিত। তিনি অবশ্য বলেছেন যে প্রশিক্ষণ পেশাগত ক্রীড়াবিদদের মতে হবে না হবে কিছুটা পরিশীলিত ধরনের যা শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করবে এবং চোখে ও কানকে তীক্ষ্ণ করবে।

বর্তমানে চারটি সুস্বাস্থ্যের মানদণ্ড আছে। তা হলো-১) শারীরিক সুস্বাস্থ্য ২) মানসিক সুস্বাস্থ্য ৩) সামাজিক সুস্বাস্থ্য ৪)রোগহীন সুষম স্বাস্থ্য গঠিত হবে। মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আহরণ ও বিভিন্ন মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। সামাজিক ও নাগরিক যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মনের ও সুষম জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটবে তখনই কোনো মানুষ সম্বন্ধে বলা যাবে-মানুষের মতো মানুষ হয়েছে।

প্রচলিত ধারণা হলো-যারা নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চাকরে তারা পুঁথিগত বিদ্যায় পিছিয়ে পড়ে। এক গবেষণায়দেখা গেছে উল্টো কথা। সুস্থ সবল এবং খেলাধুলা প্রিয় শিশুরাই পুঁথিগত শিক্ষায় ভালো ফল করে থাকে। শারীরিক ও খেলাধুলার ফলে ছেলে মেয়েদের মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে, মনোযোগও বাড়ায়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ফলে পুঁথিগত শিক্ষায় আপনা আপনি ভালো হয়ে উঠে।

গ) বুদ্ধির বিকাশের দৌড় ঃ পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল করতে গেলে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। আর মনোযোগ সহকারে পড়তে গেলে শরীর সুস্থ রাখতে হবে। কারণ সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস। এখন পড়াশুনার ইঁদুর দৌড়ে শিশুরা তাদের শৈশবকে হারিয়ে ফেলেছে। খেলার মাঠে দৌড়ানো কী জিনিস সেই আনন্দ তারা নিতে পারছে না। হারিয়ে যাচ্ছে মাঠও। খেলার মাঠ না তাদের প্রাণের বিশাল হবেকী করে ? একটি শিশু খোলা আকাশের তলায় মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দৌড়াতে পারে না পারে তাহলে তার মানসিক বিকাশ কতটা সম্ভব।

তাই শুধু শরীর গঠনের জন্য দৌড়ানো নয় পড়াশুনার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। নিয়মিত দৌড়ানোর ফলে তারা আরো মনোযোগী হয়ে উঠবে। তাদের বুদ্ধির বিকাশও হবে পরিপূর্ণ। বই,টিভি, কম্পিউটার এর মধ্যে তাদের আবদ্ধ না রেখে তাকে খোলা মাঠে নিজের ইচ্ছা মতো দৌড়াতে দিন। যাতে তারা প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। দৌড়াদৌড়ি করে পারে। এতে তার যেমন শারীরিক বিকাশ ঘটবে তেমনি ঘটবে বুদ্ধির বিকাশ।

শিশু বিকাশের প্রাথমিক কিছু সূত্র এক নজরে দেখা যাক-

১। শিশুর সঙ্গে আলাপচারিতা করা। ২। আত্ম প্রকাশে সহায়তা করা। ৩। বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলা। ৪। নিয়মিত স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা সংগঠিত করা। ৫। উৎসাহ প্রদান করা। ৬। শিশুকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ৭। সহজ সরল ভাষায় শিক্ষা পরিচালনা করা। ৮। মজার গল্প, কবিতা পাঠ করা। ৯। শিশুসুলভ আচরণ করা।

আসুন এই মহান কাজে বা মহামন্ত্রে আমরা পূজারির কর্তব্য ও দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সুনাগরিক গড়ে তুলি আর ভারতকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করি।

প্রবন্ধ

মাতৃভাষায় ভূগোল চর্চার গুরুত্ব

সুমিত সেনমোদক
অতিথি অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন- 'মাতৃভাষায় শিক্ষা মাতৃদুগ্ধ সম'। কবিগুরুর ছোট্ট এই উদ্ধৃতিটির আজকের এই বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। কারণ ভাষা মানুষকে ভাবতে শেখায়, মানুষের আদর্শ বোধ তৈরী করে আর মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যবান চেতনাকে আরো বাস্তবমুখী করে তুলে সমাজের কল্যাণের কার্যে ব্রতী হতে সাহায্য করে।

আজকের এই গতিশীল এবং পাল্টে যাওয়া সমাজে জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যাচর্চার কাজ আরও বেশি ব্যবহারিক এবং বাস্তবমুখী কারণ আজ শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞান- মানব, ব্যক্তিত্ব গঠন বা চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং সঠিক কার্যে লিপ্ত হওয়াও জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যাচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহাত্মাগান্ধী তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষায় বারংবার এই বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষা কেবল মানুষের অন্তরাত্মারই বিকাশ ঘটাবে না বরং তা মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সদর্থক হতেও সাহায্য করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তার চর্বিত চর্বন নতুন কোন ধারণার জন্ম দেবে না। জ্ঞানের নতুন উন্মেষ, নব চিন্তাভাবনা, নব দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক সামাজিক প্রয়োগ একমাত্র মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ যা শিখবে নিজের ভাষায় শিখবে, যা ভাববে নিজের ভাষার ভাববে এবং প্রায়োগিক বিষয়টিও তার ভাষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে। তবেই শিক্ষার সামিগ্রক পরিধি সম্পূর্ণ হবে।

এবার আসি মাতৃভাষায় ভূগোলচর্চার কথায়। প্রথমেই বলি বিষয় হিসেবে ভূগোল শাস্ত্রের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা। এক কথায় বলতে গেলে বিষয় হিসাবে ভূগোলের পরিধি ব্যাপক। ইহা একদিকে যেমন পৃথিবী বর্ণনামূলক সাংশ্লেষিক বিজ্ঞান তেমনি আবার অপরদিকে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মিথষ্ক্রিয়াজাত পরিবেশের বৈজ্ঞানিক আলোচনা। শাস্ত্রটিতে যেমন একাধিক বিশুদ্ধ গাণিতিক সূত্রাবলীর সাহায্য নিয়ে পৃথিবী সম্বন্ধিত নানা প্রাকৃতিক বিষয়গুলির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয় তেমনি অন্যদিকে মানবীয় নানা কার্যাবলী ও তার ফলে সংগঠিত বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নও বাস্তবিকভাবে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। এই বিশাল কাজটি করার জন্য তাই ভৌগলিকরা একাধারে যেমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শাস্ত্রগুলির সাহায্য নেন তেমনই আবার অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ও ভৌগলিকদের ভূগোল রচনা করতে সাহায্য করে থাকে। এই কারণে ভূগোল বিজ্ঞান নাকি সমাজ বিজ্ঞান। এই বিষয় নিয়ে একাধিক তর্কমূলক বিষয়েরও উত্থাপন হয়। তবে যাই হোক না কেন, আমাদের বসবাসের যোগ্য স্থানটির সম্পর্কে

জ্ঞানার্জন করার প্রাথমিক চাবিকাঠিই হল ভূগোল পঠন। এ গেল এই শাস্ত্রটির সামান্য তত্ত্বীয় দিক যা এই বিশ্বের প্রাকৃতিক ও মানুষসহ একাধিক জৈব জগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হয়। আবার এই শাস্ত্রটির অন্যতম দিক হল এর ব্যবহারিক দিকটির পঠন। ভূগোল শাস্ত্রটির এই ব্যবহারিক দিকটিই হল মানুষের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করবার সঠিক পন্থা, আবার ভূগোল শাস্ত্রের এই ব্যবহারিক দিকটি মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে একাধিক উপার্জনে সক্ষম করে তোলে। অতএব বর্তমান মানবসভ্যতায় ভূগোল শাস্ত্রের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় দিকরই যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

ভূগোল শাস্ত্র সম্বন্ধে বলতে গেলে সর্বপ্রথম যে উপকরণটির কথা সাধারণ মানুষের মাথায় আসে তা হল মানচিত্র। |Geography is all about maps -জনৈক ভৌগোলিকের এই বিখ্যাত উক্তিটির বাস্তবিকতা বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন পড়বে না। কারণ শিক্ষায় শিক্ষিত থেকে সমাজের প্রান্তিক শিক্ষিত মানুষের কাছে মানচিত্র একটি অতিপরিচিত এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। গৃহ জমির জরিপ কার্য থেকে শুরু করে জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে নানান উন্নয়নমূলক কাজকর্ম মানচিত্রের দরুন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ভূগোলের প্রধান উপকরণ হিসেবে মানচিত্র শাস্ত্রটির বাস্তবিকতাকে একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে এবিষয়টি বেশ স্পষ্ট যে, ভূগোল বর্তমান মানবসভ্যতাকে নিজের বসবাসক্ষেত্র সম্পর্কে অমূল্য নানা রকম জ্ঞান প্রদান করে থাকে। যেহেতু শাস্ত্রটির এই বিপুল গুরুত্ব রয়েছে মানুষের যাবতীয় কল্যাণকর্মে। তাই শাস্ত্রটির পঠন ও শিক্ষাদান পদ্ধতিটিকে সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় আলোচনা করা হলে,বিশেষ করে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তথা উচ্চশিক্ষাস্তরে ভূগোলশাস্ত্রের শিক্ষাদান ও গবেষণা পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় করা হলে শিক্ষার্থীদের শাস্ত্রটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনই শাস্ত্রটির তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিকগুলি আরো প্রসারিত হবে। ভূগোল শাস্ত্র তখন লিখিত বইয়ের জ্ঞানের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জীবনধারণের বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে। কারণ যা মাতৃভাষায় শিখব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকর্মে তারই ফলশ্রুতি ঘটাব। ভাবের ভাষা-শেখার ভাষা এক হলে বৈষয়িক জ্ঞান যে সম্পূর্ণতা পাবে, তা বলার বিশেষ অপেক্ষা রাখে না।

প্রবন্ধ

মানব জীবনে শারীরশিক্ষা

শিউলী নন্দী

অতিথি অধ্যাপক, শারীরশিক্ষা বিভাগ

শারীর শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই শিক্ষা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শিক্ষা শব্দটি ব্যাখ্যা প্রদান করলে শারীর শিক্ষা কী তা বোঝা সহজ হবে। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যেমন বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন–"শিক্ষার অর্থ শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়। জ্ঞানের সাধনা, অনুভূতির বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবৃত্তির সাধনা এবং কর্ম শক্তির বা ইচ্ছা শক্তির সাধনা। একেই বলে পরিপূর্ণতার সাধনা।" আবার অন্য অর্থে মহাত্মাগান্ধী শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন–"শিশু ও মানুষের অন্তর্নিহিত শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলির প্রকাশই শিক্ষা।" তাই বলা যায় শিক্ষা কেবল মাত্র জ্ঞানভিত্তিক বিকাশ নয়, ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য দিকের সুষম বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা জীবনব্যাপি ও বিস্তৃত। শিক্ষা অর্জিত হয় পরিবারে, সমাজে, খেলার মাঠে অর্থাৎ বলা যায় সর্বত্র শিক্ষা বিরাজমান। শারীর শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে। শারীর শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষা অর্থহীন বা অসম্পূর্ণ। এই সব কথা জানা সত্ত্বেও শারীর শিক্ষা বিষয়টি খুবই সংকুচিত এবং অবহেলিত অবস্থায় আছে, যা মোটেও কাম্য নয়। অর্থাৎ বলা বাহুল্য খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদনমূলক কার্যক্রম না থাকলে সাধারণ শিক্ষায় প্রাণ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

কথায় বলে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' (Health is wealth), অর্থাৎ সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অবস্থান। এই কথাগুলি কে না জানে ? রোগ মুক্ত শরীর গঠন করতে হলে শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমাজে অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে সমাজ এক জটিল ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। যান্ত্রিকতার ঘেরাটোপে আচ্ছন্ন। সাধারণ খেলাধুলার পরিবর্তে মোবাইল গেমস্ বা কম্পিউটার গেমস্ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকে গ্রাস করেছে। বর্তমান সমাজের কাছে আজ শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতীয় খেলাগুলি খেলার মতো পর্যাপ্ত সময় নেই। প্রযুক্তির উপর মানুষ বেশী নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে সকলে দৈন্যন্দিন জীবন অতিবাহিত করে। তার ফল সরূপ মানুষ আজ নিজেদের শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা প্রায় ভুলেই গেছে, যন্ত্র হয়ে উঠেছে তাদের পথ চলার মাধ্যম। এর ফলে সকল মানুষকে আজ তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিরল রোগ। কিছু শারীরিক আবার কিছু মানসিক যেমন-মধুমেহ, স্থূলতা, উচ্চরক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, মানসিক চাপ, হৃদরোগ প্রভৃতি। শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াতে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং দেহের একটি সূক্ষ্ম কাঠামো তৈরী করে, স্বাস্থ্যকর জীবন উপহার দেয়।

সবশেষে বলা যায় শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা একজন শিশুকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে একজন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে অর্থাৎ শিশুর সর্বাঙ্গিন বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

যে সকল কারণে শারীর শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল–

১। শারীরিক সক্ষমতার বিকাশ।
২। দক্ষতা উন্নয়নে।
৩। জাতীয় সংহতি রক্ষায়।
৪। ব্যক্তির চরিত্র গঠনে।
৫। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক সু-অভ্যাস গঠনে।
৬। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে।
৭। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে।
৮। অবসর বিনোদনে।
৯। রোগ প্রতিরোধে।
১০। সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য বিকাশে।

BE ACTIVE, KEEP FIT, ENJOY YOUR LIFE.
BE PASSIVE, GROW FAT, RISK YOUR LIFE
CHOICE IS YOUR.

আমার ভাই

পায়েল মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভাইকে পরাবো রাখি এই ছিল বাসনা
ভাই যে নেই ঘরে তাই মনে বেদনা।
ভাই না থাকিলে ঘরে মন ভরে আঁধারে
ভাই আসিলে ফিরে আনন্দ নেই বাঁধা রে।
আমাকে যখন ভাই ডাকে দিদি বলে–
দু-হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিই কোলে,
মনে ভাবি কবে আবার আসবে ভাই ফোঁটা
সেদিনই পূরণ হবে আমার স্বপ্নটা।

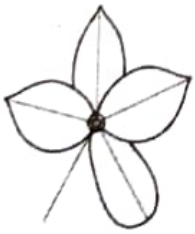

আলুর কাহিনী

সোমনাথ মাজী (তৃতীয় বর্ষ)

এক যে আছে আলু দেখতে বড় গোল
খেলে হয় পেটের গণ্ডগোল।
হাটে বাজারে বেচার গণ্ডগোল।
মাঠে চাষী, ব্যাপারীর দরের গণ্ডগোল।
পাঞ্জাবে বীজের গণ্ডগোল।
গাড়ীতে লোডের গণ্ডগোল
স্টোরে বণ্ডের গণ্ডগোল
মাঠে আলু পচলে পরে,
চাষীর মাথায় গণ্ডগোল
আলুর দাম বাজারে বেড়ে গেলে
মন্ত্রীদের মাথা গণ্ডগোল।
আলুর গল্পটাই গণ্ডগোল।

প্রবন্ধ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের গল্প

মৌমিতা গরাই
সহকারী অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তাছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরো সূক্ষ্ম বা আরো স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি।"

বিশ্ব পরিচয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খুব সহজবোধ্য ভাষায় আমাদের এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কথাগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি আজও সত্যি। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, যখন তিনি 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছেন, সেই সময়ের চেয়ে বর্তমান মানুষ আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরেকটু বেশি জানতে পেরেছে। নিজের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বজগতের উৎপত্তি, তার আয়তন, মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অসংখ্য মহাজাগতিক ঘটনা দেখার ও বোঝার তাগিদে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। তবুও, আজও দেখার চেয়ে 'না দেখাটাই' বেশি। কিন্তু বিজ্ঞান এভাবেই এগোয়। প্রচলিত ধারণার মূলে আঘাত করে দেখতে চায় তার যৌক্তিকতা, না- দেখা, না জানা বিশ্বের খবর পাওয়ার জন্য চালায় পরীক্ষা নিরীক্ষা। আর এই অদেখাকে দেখবার, অচেনাকে চেনবার অদম্য ইচ্ছে মানুষকে যে কঠিক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় তা হল-'আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কীভাবে' ? পদার্থ বিদ্যার যে শাখা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে, তাকে আমরা বলি সৃষ্টিতত্ত্ব বা Cosmology আর এই সৃষ্টিতত্ত্বের যে মডেলটি মহাবিশ্বের উৎপত্তির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল, তাকে আমরা চিনি Big Bang 'বিগ ব্যাং' নামে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের এই বিশ্বের শুরু হয়েছিল একটি অসীম ঘনত্ব ও চরম তাপমাত্রার বিন্দু (Singularity) থেকে। শুরুর এই সঠিক ক্ষণটিকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় Singularityবলা হয়, যার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হয়নি এখনো। কারণ এই অসীম ঘনত্ব তাপমাত্রায় পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি আর কাজ করে না, তখন সব বে-নিয়মের রাজত্ব বা বলা ভাল সঠিক ঐ শুরুর মুহূর্তটি সম্পর্কে আমরা আজও অন্ধকারে। যেটা বলা সম্ভব তা হল ঐ চরম অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত। তাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির গল্প নয়, বরং এর বিবর্তনের ইতিহাস।

বিগ ব্যাং মডেল ঃ বিগ ব্যাং মডেলটি দাঁড়িয়ে আছে পদার্থ বিদ্যার দুটি মূল স্তম্ভের ওপর। একটি হল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity) অন্যটি হোল সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি (Cosmological Principle) । আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী বস্তুর উপস্থিতি

তার চারপাশের দেশ কালকে (space-time) বেঁকিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্ব প্রয়োগ ক
আমাদের মহাবিশ্বে পদার্থসমূহ কীভাবে বণ্টিত হয়েছে তা জানতে চাইলেন। খালি চোখে আকাশে
দিকে তাকালে শুরুতেই যেটা ধারণা হয় -মহাবিশ্বের সকল বস্তু সর্বত্র সমহারে ছড়িয়ে আছে। ধ
যাক আপনি একটা দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যে দিকে
তাকানো যায় সব দিকেই সবুজ ঘাসই দেখা যাবে, কারণ মাঠের ঘাসগুলো সমস্তদিকে সমহারে বণ্টি
রয়েছে। যদিও কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে মাঠের মধ্যে অনেক অংশ পাওয়া যাবে যেখানে ঘাস নেই
ঘাসের ঘনত্ব কম। কিন্তু বড় পরিমণ্ডলে ঐ ছোটো ছোটো অংশগুলো আমাদের চোখে পড়ে না
আমাদের মহাবিশ্বের পদার্থও সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয় সমভাবেই বণ্টিত রয়েছে। এটাই Co
mological Principleনামে পরিচিত।

অতীতে আমাদের মহাবিশ্ব আয়তনে ছোট ছিল এবং এক চরম তাপমাত্রা ও অসীম ঘনত্বে
ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হয়ে আজকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম। এই সম্প্রসারণের ঘটনাকেই 'বিগ ব্যা
বলা হয়ে থাকে। প্রসারণশীল মহাবিশ্বেরর ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি যে মহাবিশ্বের দুটি বিন্দু
মধ্যে দূরত্ব সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ঘটনাটা অনেকটা বেলুন ফোলানোর সঙ্গে
তুলনীয়। যদি একটা বেলুনের ওপর দুটি পৃথক পৃথক বিন্দু পাশাপাশি অঙ্কন করা হয় ফোলানোর
আগে এবং তারপর বেলুনটিকে ধীরে ধীরে ফোলানো হলে ঐ বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়বে।

মহাবিশ্বের আদিতম অবস্থা কেমন ছিল তা দেখার জন্য বর্তমানে ইউরোপের CERN (European Organization for Nuclear Research) গবেষণাগারে একটি বিরাট পরীক্ষা চলছে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার নামক এক যন্ত্রে। এই যন্ত্রে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি বেগে দুটি ভারী কেন্দ্রকের (যেমন লেড পরমাণুর কেন্দ্রক) মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিয়ে খুব কম আয়তনে ও খুব কম সময়ের জন্য মহাবিশ্বের সৃষ্টির ঐ চরমতম অবস্থা তৈরি করা সম্ভব বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হলে আমরা রহস্যময় মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারব বলেই মনে হয়। হয়তো বা তার পরেও আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর অধরাই রয়ে যাবে ,কারণ এই মহাবিশ্ব সতত পরিবর্তনশীল। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে পারি–

"কালস্রোতে বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত।
এইজন্যই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এই সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে- চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।" *-বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

শিক্ষা আসলে কী ?

বৃষ্টি মণ্ডল
শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা শব্দটির অর্থ বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন। কেউ মনে করেন শিক্ষা মানে পুঁথিগত জ্ঞানঅর্জন অবার কেউ মনে করেন মানবিকতার জ্ঞান বা মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন কালে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গিন বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তির কথা মনে পড়ে যায়- "Education is the Manifestation of perfectation Already in Man"/অর্থাৎ পাথরের মধ্যে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে তেমনি শিশুর মধ্যে তার সম্ভাবনাও লুকিয়ে থাকে। শিক্ষা সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে নতুন ভাবে পথ চলতে শেখায়। তার জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে এবং শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা অর্জনের পথকে প্রশস্থ করে।

শিক্ষা থেকে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করি তা না, এর সাথে সাথে আমাদের মধ্যে সু-অভ্যাস সুচিন্তা গঠনে সাহায্য করে শিক্ষা। যার ফলে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে আলোর পথে প্রসারিত হয়ে থাকি। শিক্ষার সাহায্যে শুধু ব্যক্তিগত নয় দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি ঘটাতে পারি। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব দূরীকরণ করে এক নতুন আলোর দিগন্তের পথে জনগণ এগিয়ে যেতে পারে। তাই তো Nelson Mandala বলেছিলেন -"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

তাই বলতে পারি শিক্ষা গ্রহণ মানে কয়েকটি বই পড়ে ডিগ্রী অর্জন করে ভালো চাকরি করা নয়। শিক্ষা হলো মানুষের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। যার দ্বারা সে নিজের এবং দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন করবে। শুধু মাত্র নিজের কথা না ভেবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই হল শিক্ষিত মানুষের কাজ। আমাদের দেশের সংবিধানেও বলা আছে- 'Education has to be accessible to all' অর্থাৎ প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। তাই একজন দেশের শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌছে দিয়ে সমাজে শিক্ষিত বিবেক সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা। তা হলেই আমাদের দেশ উন্নতির শিখরে পৌছবে এবং আমাদের দেশ অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারি হবে।

তুমি যত মূল্যবান হবে তত বেশি তুমি সমালোচনার পাত্র হবে।- **নেলসন মেণ্ডেলা**

মায়ের প্রতি

অনন্ত ঘোষ (তৃতীয় বর্ষ)

মাগো আমার দেবী তুমি
এগিয়ে চলার কাণ্ডারি,
তোমার কারণেই পৃথিবীতে আসা
তুমিই আশার সঞ্চারি।
তোমার কোলেই প্রথম থর
তোমার আঁচলেই সুখ
চোখের জলে থাকলে তুমি
কেঁপে ওঠে বুক।
তোমার হাতেই হাঁটতে শেখা
তোমার স্বরেই বুলি।
বিপদে মাগো হবো জয়ী
নিয়ে চরণ ধুলি।
শিক্ষার মূলমন্ত্র তুমি
তোমার আদর্শই সম্বল।
তোমার মুখের টুকরো হাসি
আশার আনন্দের ঢল।
অনেক কষ্টের মাঝে মাগো
আড়ালে রেখেছো তুমি,
জীবনের কোনো সম্পদ নেই
তোমার থেকে দামী।

শহীদ

সঞ্জয় মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

ছোট মেয়েটা কাল এসে মায়ের কানে কানে
মা, তুমি বলতে পারো শহীদ কথার মানে ?
আচ্ছা মা, শহীদ কারা হয় ?
বাবার মতো বুকেতে যার একটুও নেই ভয়?
মা, তুমি জানো শহীদরা সব কোথায় থাকে ?
আচ্ছা তারাও কি মেয়েকে বুকের মাঝে রাখে ?
ছুটে আসে মেয়ের মিষ্টি বাবা ডাকে ?
নাকি বাবার মতই নিজেকে শুধু ছবির মাঝে ঢাকে !
আচ্ছা মা, শহীদরা সব মালা কেন পরে ?
বাবার মতোই ওরাও বুঝি ঘুমায় ছোট্ট কাঠের ঘরে ?
সত্যি করে বলো না মা, তুমি জানো ?
বাবা শহীদ হলে মা সিঁদুর পরে না কেন ?
মা, শহীদরা সব দুষ্টু ভীষণ তাই না?
কেন তবে ডাকলে আমি বাবা সাড়া দেয়না?
আচ্ছা মা, আমার ডাক বুঝি বাবার কাছে যায়না?
আমার কান্না কেন তবে বাবা দেখতে পায় না?
মা, শহীদ হোলে তবেই বুঝি বাবার সাথে দেখা করা যায়
আমিও তবে শহীদ হয়ে বাবার সাথে দেখা করতে চাই।
বাবার মতো আমিও কেমন থাকব ছবির মাঝে,
বাবার পাশেই থাকব কেমন সকাল থেকে সাঁঝে।
জল এল এবার মায়ের দু'চোখ বেয়ে,
বলল তবু ওরে শহীদের যে তোরই মত হাজার হাজার মেয়ে
শহীদ যে ভগবান ওরা মায়ার বাঁধনে রয় না,
ওরা যে সবার, শহীদ কখনো একার কারো হয় না।

One Day International Seminar 2019

Youth Parliament Competition 2019-20